

أَحْكَامُ الْمِيلَادِ وَالْقِيَامِ

মিলাদ ও কিয়ামের বিধান

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . (سُورَةُ أَحْزَابٍ آيَةٌ - ٥٦)

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ মহান নবীর উপর দরুদ পড়েন। (রহমত নাজিল করেন)। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীজীর উপর দরুদ পাঠ কর এবং সম্মানের সাথে সালাম জানাও। (সুরা আহযাব-৫৬ আয়াত)

- ১। উক্ত আয়াতের দুটি অংশ। প্রথম অংশে মহান নবীর উপর আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণের সদা-সর্বদা দরুদ পাঠের সুসংবাদ প্রদান।
- ২। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে মুমিনদের প্রতি দরুদ পাঠ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ।
- ৩। আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের সর্বদা দরুদের নিশ্চয়তার সুসংবাদ।
- ৪। আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের দরুদের সময় নির্ধারণ। যখন থেকে তিনি নবী, তখন থেকেই দরুদের শুরু।
- ৫। যতদিন তিনি নবী খেতাবে ভূষিত থাকবেন, ততদিন উক্ত দরুদ চালু থাকবে।
- ৬। যখন আল্লাহর নাম নেয়ার মত কোন সৃষ্টি থাকবেনা- সব ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনও নবীজীর দরুদ চালু থাকবে। কেননা, তখন তো আল্লাহ থাকবেন। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর দরুদ পড়ছেন এবং ভবিষ্যতেও পড়তে থাকবেন। আল্লাহর জিকির সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে- যখন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু নবীজীর দরুদ বন্ধ হবে না।
- ৭। আল্লাহর দরুদের অর্থ- নবীজীর ওপর খাছ রহমত বর্ষণ ও তাঁর শান বৃদ্ধিকরণ (শেফা শরীফ)। ফেরেশতাগণের দরুদের অর্থ শান বৃদ্ধি করার প্রার্থনা করা এবং মুমিনগণের দরুদের অর্থ নবীজীর জন্য রহমত কামনা করে নিজেদের গুনাহ খন্ডন ও রহমতের মর্তবা অর্জন করা।

- ৮। দরুদ শরীফ আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের আমল। বান্দার অন্য কোন আমলে আল্লাহ শরীক নন। একমাত্র দরুদের আমলেই শরীক। নবীজীর শান কত মহান।
- ৯। নামাজের মধ্যে দরুদ ও সালাম নির্ধারিত শব্দ যোগে আদায় করতে হবে। তাশাহুহদের মধ্যে সালাম জানাতে হবে “আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু” বলে এবং নামাজের মধ্যে দরুদ পড়তে হবে, ‘আল্লাহুমা সাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদীন’ বলে। এখানে অন্য কোন দরুদ ও সালাম গ্রহণযোগ্য নয়। বোখারী শরীফ কিতাবুস সালাত অধ্যায় দেখুন। কিন্তু নামাজের বাইরে যে কোন দরুদ শরীফ পাঠ করা যাবে। অবশ্য সালাত এবং সালাম শব্দ দুটি অবশ্যই দরুদে থাকতে হবে। যেমন : আস সালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ ইত্যাদি। দেওবন্দের মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর ‘শেহাবে সাকিব’ দেখুন।
- ১০। দরুদে ইবরাহিমী ছাড়া নামাজে অন্য দরুদ হবেনা। কিন্তু মিলাদে, জিকির মাহফিলে, অজিফায়, আমলে, মসজিদে প্রবেশকালে বিভিন্ন রকমের দরুদ শরীফ সাহাবায়ে কেলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। শেফা শরীফে কাজী আয়াজ (রহঃ) প্রায় ত্রিশ ধরনের দরুদ ও সালাম বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত বিবি ফাতেমা, হযরত আলী, হযরত বেলাল, হযরত ইবনে মাসউদ এবং নবীজীর দরুদ শরীফও উল্লেখ করেছেন। আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সালাত এবং সালাম পাঠ করার নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বিশেষ ধরনের সালাত ও সালাম নির্ধারিত করে দেননি। সুতরাং সালাত ও সালাম শব্দদ্বয় সম্বলিত আরবী, বাংলা, উর্দু, ফার্সি, ইংরেজী যে কোন ভাষায় দরুদ শরীফ পাঠ করার অনুমতি আছে। হ্যাঁ, আরবী ও হাদিছে বর্ণিত বিভিন্ন দরুদ শরীফের মর্তবা সকলের উর্ধে। সুতরাং বাংলাদেশে পঠিত সব রকমের দরুদ-ই জায়েয।
- ১১। নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেন : আল্লাহর নির্ধারিত ফেরেশতাগণ আমার উম্মতের ছালাম আমার নিকট পৌঁছায়- (মিশকাত)। তিনি আরও এরশাদ করেন **أَنَا أَسْمَعُ صَلَوَاتِكُمْ عَلَيَّ بِلَا وَاسِطَةٍ** “আমি ফেরেশতাগণের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তোমাদের দরুদ শুনতে পাই” (ওহাবী কিতাব জালাউল আফহাম ৭২ পৃষ্ঠা - ইবনে কাইয়েম)।
- ১২। উপরোক্ত ১১ নম্বরে বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো- নবী করিম (দঃ) স্ব-শরীরে জীবিত এবং আমাদের দরুদ ও সালাম দু প্রকারেই শুনতে পান- ফেরেশতাদের মাধ্যমে এবং সরাসরি।

ছালাতুন ইয়া রাছুলাল্লাহ আলাইকুম .
ছালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম ।